06-01-2024 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের এই শরীরকে ভুলে অনাসক্ত, কর্মাতীত হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য সুকর্ম করো, কোনো বিকর্ম নয়,"

*প্রশ্নঃ - নিজের অবস্থাকে পরীক্ষা করার জন্য কোন্ তিনজনের মহিমাকে সর্বদা স্মরণে রাখবে?

*উত্তরঃ - ১) নিরাকারের মহিমা ২) দেবতাদের মহিমা ৩) নিজের মহিমা l এখন তোমরা পরীক্ষা করো যে, নিরাকার বাবার সমান পূজ্য হয়েছো কি, তাঁর সব গুণ ধারণ করেছো কি ! আমাদের আচার আচরণ কি দেবতাদের মতো রাজকীয় ! দেবতাদের যে খাওয়া - দাওয়া, তাদের যে গুণ, তা কি আমাদের আছে ? আত্মাদের যে গুণ, সেইসব গুণকে জেনে তার স্বরূপ হয়েছো কি?

ওম্ শান্তি l বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, আত্মার নিবাস স্থান টাওয়ার অফ সাইলেন্সে অর্থাৎ শান্তির শিখরে l হিমালয় পাহাড়ের যেমন শিখর থাকে l সেটা তো অনেক উঁচু হয় l তোমরাও উঁচুর থেকেও উঁচুতে থাকো l ওরা পাহাড়ে ওঠার প্র্যাকটিস করে, রেসও করে l পাহাড়ে ওঠাতেও কেউ কেউ কুশলী হয় l সবাই উঠতে পারে না l বাচ্চারা, তোমাদের এতে রেস ইত্যাদি করার কোনো প্রয়োজন নেই l আত্মা, যারা পতিত, তাদের পবিত্র হয়ে ওপরে যেতে হবে l একে বলা হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স l আর সে হলো টাওয়ার অফ সাইন্স l অনেক বড় বড় বোম্ব হয় l তারও টাওয়ার হয় l তারা সেখানে ভয়ানক জিনিস রাখে l বিষ (বিস্ফোরক বস্তু) ইত্যাদি দিয়ে বম্ব তৈরী করে l বাবা বলেন যে, বাচ্চারা তোমাদের ঘরের দিকে উড়তে হবে l ওরা তো ঘরে বসে এই বোম্ব নিক্ষেপ করে, যা সবকিছু শেষ করে দেয় l তোমাদের তো এখান থেকে উপরে টাওয়ার অফ সাইলেন্সে যেতে হবে l ওখান থেকেই তোমরা এসেছো, আবার ওখানেই ফিরে যাবে যখন তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে l সতোপ্রধান থেকে তোমরা তমোপ্রধান অবস্থায় এসেছো, এরপর আবার তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে l যারা সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করে, তারাই আবার অন্যদেরও রাস্তা বলে দেয় l বাচ্চারা, তোমাদের এখন সুকর্ম করতে হবে l তোমরা কোনো বিকর্মই করবে না l বাবা কর্মের গতিও বুঝিয়ে বলেছেন l রাবণ রাজ্যে তোমাদের দুর্গতি হয়েছে l বাবা এখন সুকর্ম শেখাচ্ছেন l পাঁচ বিকার হলো অনেক বড় শত্রু l মোহও হলো বিকর্ম l কোনো বিকারই কম নয় l মোহ থাকলেও তোমরা দেহ - অভিমানে আটকে যাও, তাই বাবা কন্যাদের সব বুঝিয়ে বলেন l কন্যা পবিত্রদেরই বলা হয়, মায়েদেরও পবিত্র হতে হবে l তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী l সে যদি বৃদ্ধাও হয়, তবুও তো ব্রহ্মারই সন্তান l

বাবা বুঝিয়ে বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বচ্চারা, এখন কুমার - কুমারীর স্টেজ থেকেও উপরে উঠে যাওl যেমন শরীরে এলে তারপর বের হয়ে যেতে হবে, পরিশ্রম তো করতেই হবে l যদি উঁচু পদ পেতে চাও তাহলে আর কারোর স্মৃতি যেন না আসে l আমাদের কাছে কি আর আছে l খালি হাতেই তো এসেছি, কিছুই তো নেই l নিজের এই শরীরও নেই l এখন এই শরীরকে ভুলতে হবে l অনাসক্ত, কর্মাতীত হয়ে যেতে হবে l তোমরা ট্রাস্টি হও l বাবা বলেন, তোমরা ঘোরো, বেড়াও কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খরচ ক'রো না l মানুষ অনেক দানও করে l খবরের কাগজে বেরিয়েছিল যে, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত দানী l হসপিটাল, ধর্মশালা ইত্যাদি বানিয়েছে l যে অনেক দান করে, সে গভর্নমেন্ট থেকে টাইটেলও পায় l প্রথমে টাইটেল হয় - "হিজ হোলিনেস, হার হোলিনেস l" হোলি পবিত্রকে বলা হয় l দেবতারা যেমন পবিত্র ছিলেন, ঠিক তেমন হতে হবে l তারপর তোমরা অর্ধেক কল্প পবিত্র থাকবে l অনেকেই বলবে, এ কেমন করে হতে পারে l ওখানেও তো সন্তানের জন্ম হয় l সুতরাং তৎক্ষণাৎ বলো যে, ওখানে রাবণ নেই l রাবণের দ্বারাই এই বিকারের দুনিয়া হয় l রাম বাবা এসেই আবার পবিত্র করেন l ওখানে কেউই পতিত হয় না l কেউ কেউ বলে, পবিত্রতার কথা বলাও উচিত নয় l এই শরীর কিভাবে চলবে l মানুষ এও জানে না যে, একসময় পবিত্র দুনিয়া ছিল l এখন এই দুনিয়া অপবিত্র l এই খেলা হলো বেশ্যালয় আর শিবালয়ের, পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়ার l প্রথমে থাকে সুখ, তারপর দুঃখ l এই কাহিনী হলো, কিভাবে রাজত্ব পাওয়ার আর হারানোর l এ কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে l আমরা হেরে গিয়েছিলাম আবার আমাদের জিত পেতে হবে l আমাদের বাহাদুর হওয়া উচিত l নিজের অবস্থাকে তৈরী করার প্রয়োজন l বাড়িঘরে থেকে, সবকিছুর দেখাশোনা করেও অবশ্যই পবিত্র হতে হবে l কোনো অপবিত্র কাজই করবে না l অনেকের মধ্যেই খুব বেশী পরিমাণে মোহ থাকে l নিজের প্রতি নজর দেওয়া উচিত যে, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, তুমি ছাড়া অন্য কাউকেই ভালোবাসব না, তাহলে অন্যদের কেন ভালোবাসো l যে প্রিয়র থেকেও প্রিয় , তাঁকে স্মরণে আসা উচিত l তখনই অন্য সমস্ত দেহের সম্বন্ধ ভুলে যাবে l

সবাইকে দেখে এই কথা মনে করো যে, আমরা এখন স্বর্গে যাচ্ছি l এ সবই হলো কলিযুগী বন্ধন l আমরা দৈবী সম্বন্ধে যাচ্ছি l আর কোনো মানুষের বুদ্ধিতে এমন জ্ঞান নেই l তোমরা যদি বাবার স্মরণে খুব ভালোভাবে থাকো তাহলে তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে l যতটা সম্ভব বন্ধন কম করতে থাকো l নিজেকে হাল্কা করে দাও l বন্ধন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই l এই রাজ্য লাভ করতে খরচের প্রয়োজন নেই l তোমরা খরচা ছাড়াই বিশ্বের রাজত্ব নাও l ওদের বারুদ, সৈন্য এর উপর কতো খরচ হয় l তোমাদের কিছুই খরচা নেই l তোমরা যা কিছুই বাবাকে দাও, তা দাও না বরঞ্চ তোমরা বাবার থেকে নাও l বাবা তো হলেন গুপ্ত l তিনি শ্রীমত দেন যে, মিউজিয়াম খোলো, হসপিটাল, ইউনিভার্সিটি খোলো, যার থেকে তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারো l যোগের দ্বারা তোমরা সর্বদার জন্য নিরোগী হয়ে যাও l ২১ জন্মের জন্য তোমাদের হেলথ, ওয়েলথ আর তার সঙ্গে হ্যাপিনেস তো আছেই l এক সেকেন্ডে কিভাবে মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাবে, সেকথা এখানে এসে বোঝো l দ্বারেই তোমরা বোঝাতে পারো l দ্বারে যেমন ভিক্ষা চাইতে আসে l তোমরাও তেমনই ভিক্ষা দাও, যাতে মানুষ একদম ধনী হয়ে যায় l যে কেউই হোক না কেন, তোমরা জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভিক্ষা চাও? আমরা তোমাদের এমন ভিক্ষা দেবো যে, জন্ম - জন্মান্তর তোমরা ভিক্ষা চাওয়ার হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে l অসীম জগতের বাবা আর সৃষ্টিচক্রকে জানলে তোমরা এমন হতে পারো l

তোমাদের এই ব্যাজও কামাল করতে পারে l এক সেকেণ্ডে অসীম জগতের উত্তরাধিকার তোমরা এর দ্বারা যে কাউকেই দিতে পারো l তোমাদের সর্ভিস করার প্রয়োজন l বাবা তোমাদের এক সেকেণ্ডে বিশ্বের মালিক বানান l এরপর সবকিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে l ছোটো - বড় সবাইকেই বলা হয় যে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো l ট্রেনেও তোমরা ব্যাজের উপরে সার্ভিস করতে পারো l ব্যাজ তোমরা সবসময় লাগিয়ে রাখো, এর উপরে তোমরা বোঝাতে পারো যে, তোমাদের দুইজন বাবা l দুইজনের থেকেই তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও l ব্রহ্মার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না l তিনি হলেন মাধ্যম l এনার মাধ্যমেই বাবা তোমাদের শেখান আর অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন l প্রতিটি মানুষকে দেখে বুঝে তবে বোঝানো উচিত l যাত্রাতেও তো অনেকেই যায় l ওইসব হলো শরীরের যাত্রা l আর এ হলো আত্মিক (রুহানী) l এর দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও l শরীরের যাত্রায় তো মানুষ ধাক্কা খেতে থাকে l তোমাদের সঙ্গে যেন সিঁড়ির চিত্রও থাকে l সর্ভিস করতে থাকলে তোমাদের ভোজন ইত্যাদিরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না l বলা হয়, খুশীর মতো খাবার নেই l ধন না থাকলে তাদের প্রতি মুহূর্তে খিদে পায় l ধনবান রাজাদের যেমন পেট ভরা থাকে l তোমাদের চলন খুবই রাজকীয় হওয়া উচিত l কথাবার্তাও ফার্স্টক্লাস হওয়া উচিত l তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখন কি হতে চলেছি l ওখানে খাওয়া - দাওয়া ইত্যাদি খুবই রাজকীয়ভাবে হয় l অসময়ে কেউই খায় না l অনেক রাজকীয়তা আর শান্তির সঙ্গে খায় l তোমাদের এই সমস্ত গুণই শেখা উচিত l নিরাকারের মহিমা, দেবতাদের মহিমা আর নিজের মহিমা, এই তিনকে পর্যবেক্ষণ করো l এখন তোমরা বাবার সমান গুণী তৈরী হচ্ছো এরপর দেবতাদের সমান গুণবান হবে l তাই সেই গুণ এখনই ধারণ করা উচিত l এখন তোমরা দৈবী গুণ ধারণ করছো l এ কথাটি খ্যাত আছে যে - শান্তির সাগর --- প্রেমের সাগর, বাবা যেমন পূজ্য, তেমনি তোমরাও পূজ্য l বাবা তোমাদের নমস্কার করেন l তোমাদের তো ডবল পূজা হয় l এই সব কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন l তোমাদের মহিমাও বোঝানো হয় যে, পুরুষার্থ করো, এমন হও l নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা এমন হয়েছি কি? আমরা যেমন অশরীরী এসেছি তেমনই অশরীরী হয়েই যেতে হবে l শাস্ত্রেও আছে যে, লাঠিও ছাড়ো l এতে কিন্তু লাঠির কথা নেই l এখানে তো শরীর ত্যাগ করার কথা l বাকি সবকিছুই হলো ভক্তিমার্গের কথা l এখানে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে l বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নয় l

বাচ্চারা, তোমরা জ্ঞান পেয়েছো, তোমরা জানো যে, মানুষ কতখানি গুরুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ l গুরু অনেক প্রকারের আছে l এখন তোমাদের না গুরুর প্রয়োজন আর না অন্যকিছু পড়ার l বাবা একটাই মন্ত্র দিয়েছেন --- মামেকম্ স্মরণ করো (একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো) l এই অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো আর দৈবীগুণ ধারণ করো l গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে l তোমরা এখানে আসো রিফ্রেশ হওয়ার জন্য l এখানে তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি l ওখানে মনে করবে যে, বাবা মধুবনে বসে আছে l আমাদের আত্মা যেমন আসনে আসীন আছে, বাবার আত্মাও এই আসনে আসীন আছে l বাবা কোনো গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি হাতে নেন না l এমনও নয় যে তিনি (ব্রহ্মাবাবা) কোনো কিছু কন্ঠস্থ করে শোনাচ্ছেন l সন্ন্যাসীরা তো অমন কন্ঠস্থ করে l ইনি (শিব বাবা) তো হলেন জ্ঞানের সাগর l ইনি ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলেন l শিববাবা কখনো কি কোনো স্কুলে বা সৎসঙ্গে গিয়েছেন? বাবা তো সবকিছুই জানেন l কেউ কেউ বলে, সায়েন্স নাকি সবকিছু জানে? বাবা বলেন, সায়েন্স দিয়ে আমরা কি করবো l মানুষ আমাকে ডাকে যে, তুমি এসে পতিতদের পবিত্র বানাও, এতে সায়েন্স কেন শিখবো l মানুষ বলবে, শিববাবা কি অমুক শাস্ত্র পড়েছেন? আরে, তাঁকে তো বলা হয় জ্ঞানের সাগর l ও সব তো হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র l বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ,

চক্র, গদা, পদ্ম দিয়ে দিয়েছে l মানুষ এর অর্থ কিছুই বোঝে না l বাস্তবে এই অলংকার ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণদের দেওয়া উচিত l সূক্ষ্ম লোকে(বতনে) তো এই শরীর থাকে না l ব্রহ্মার সাক্ষাৎকারও ঘরে বসে অনেকেরই হয় l কৃষ্ণেরও সাক্ষাৎকার হয় l এর অর্থ হলো, এই ব্রহ্মার কাছে যাও তাহলে কৃষ্ণের সমান হতে পারবে বা কৃষ্ণের বংশে আসতে পারবে l সেটা তো কেবল প্রিন্সের সাক্ষাৎকার হয় l তোমরা যদি খুব ভালো করে পড়ো, তাহলে এমন হতে পারবে l এই হলো এইম অবজেক্ট l স্যাম্পল তো একজনকেই বানানো হবে, তাই না l একে মডেল বলা হয় l তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন সত্যনারায়ণের কথা শোনাতে, নর থেকে নারায়ণ বানাতে l প্রথমে তো অবশ্যই প্রিন্স হবে l শাস্ত্রে দেখানো হয়েছিলো যে, কৃষ্ণ মাখন খেয়েছিলো, বাস্তবে এ হলো বিশ্বের বাদশাহীর গোলক (গ্লোব) l বাকি চাঁদ ইত্যাদি কিভাবে মুখে দেখাবে l বলা হয় যে, দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে সৃষ্টির যে মালিক তার মুখে মাখন দেখিয়ে দিয়েছে l এখন তোমরা নিজেদের দেখো যে, আমরা এমন হয়েছি কি হইনি l এই পড়া হলো রাজপদের জন্য l প্রজা পাঠশালা বলবেই না l এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পাঠশালা l গডলী ইউনিভার্সিটি l ভগবান এখানে পড়ান l বাবা বলেছেন যে, লেখো ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, ব্র্যাকেটে লেখো ইউনিভার্সিটি, কিন্তু এই কথা লিখতে তোমরা ভুলে যাও l তোমরা যতই তাদের ব্রহ্মাকুমারীস এর পুস্তক ইত্যাদি দাও না কেন, তারা কিছুই বুঝবে না l সামনে বসে বোঝাতে হয় l অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকারী পাওয়া যায় l জন্ম - জন্মান্তর তোমরা জাগতিক সীমিত (হদের বর্সা) উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো l তোমরা ব্যাজের উপরেও বোঝাতে পারো l কেউ কেউ তোমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসিও করতে পারে। তোমরা দু'জন বাবার কথা সেই সময় বলতে পারবে l এমন অনেকেই আছে যারা নিজের বাচ্চাদের বোঝায় l বাচ্চারাও বাবাকে বোঝাতে পারে l স্ত্রী তার পতিকে নিয়ে আসে l কোথাও কোথাও আবার ঝগড়াও করে l এখন তোমরা জানো যে, তোমরা সব আত্মারা হলে সন্তান l তোমরাই অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী l লৌকিক জগতে মেয়েরা বিয়ে করে অন্য বাড়িতে যায়, একে কন্যাদান বলা হয় l অন্যকে তো দিয়ে দেয়, তাই না l এখন তো ওই কাজ তোমরা করবে না l ওখানে স্বর্গেও কন্যারা অন্য গৃহে যায়, কিন্তু তারা পবিত্র থাকে l এ হলো পতিত দুনিয়া আর ওই সত্যযুগ হলো শিবালয়, পবিত্র দুনিয়া l বাচ্চারা, তোমাদের উপরে এখন বৃহস্পতির দশা l তোমরা স্বর্গে তো অবশ্যই যাবে, এ তো সম্পূর্ণ পাকা l বাকি পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেতে হবে l নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো, আমরা অমুকের মতো সার্ভিস করি তো? এমন নয় যে ব্রাহ্মণী (টিচার) চাই। নিজেই টিচার হও l আচ্ছা !

বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে l বাকি বাবা কারোর থেকে অর্থ নিয়ে কি করবেন l তোমরা মিউজিয়াম ইত্যাদি খোলো l বাড়িঘর ইত্যাদি তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে l বাবা তো ব্যবসায়ী, তাই না ! তিনি হলেন শেয়ারের দালাল (শরফ) l তিনি দুঃখের শৃঙ্খল মুক্ত করে সুখ প্রদান করেন l এখন বাবা বলছেন, অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, অল্পই বাকি আছে - তোমরা দেখতে থাকবে, অনেক বিপর্যয় হবে l আচ্ছা l

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ট্রাস্টি আর অনাসক্ত হয়ে থাকো l কোনো ব্যর্থ খরচ কোরো না l নিজেদের দেবতার মতো পবিত্র বানানোর পুরুষার্থ করতে থাকো l

২) একমাত্র সেই প্রিয়র থেকেও প্রিয় জিনিসকে (বাবাকে) স্মরণ করো l যতটা সম্ভব কলিযুগী বন্ধনকে হাল্কা করতে থাকো l বন্ধন বাড়িও না l তোমরা সত্যযুগী দৈবী সম্বন্ধে যাচ্ছ, এই খুশীতেই থাকো l

বরদানঃ- পুরানো স্বভাব-সংস্কারের বোঝাকে সমাপ্ত করে ডবল লাইট হয়ে থাকা ফরিস্তা ভব

যখন বাবার হয়ে গেছো তখন সমস্ত বোঝা বাবাকে দিয়ে দাও। পুরানো স্বভাব-সংস্কারের এতটুকু বোঝাও যদি থেকে যায় তবে উপর থেকে নীচে নিয়ে আসবে। উড়তি কলার অনুভব করতে দেবে না। সেইজন্য বাপদাদা বলেন, সব কিছু দিয়ে দাও। এই রাবণের প্রপার্টি নিজের কাছে রাখলে দুঃখই পাবে। ফরিস্তা অর্থাৎ যার কাছে এতটুকুও রাবণের প্রপার্টি থাকে না। সব পুরানো খাতাকে ভস্ম করো, তবেই বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা ।

স্লোগানঃ- নির্ভয় আর হাসিখুশী মনে অসীম জগতের খেলাকে দেখলে কোনো অস্থিরতা আসবে না।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

যেমন ব্রহ্মা বাবাকে চলতে ফিরতে থাকা ফরিস্তা, দেহ বোধ রহিত অনুভব করেছো, কর্ম করছেন, কথাবার্তা বলছেন, ডায়েরেক্শন দিচ্ছেন, উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করতে করতেও দেহ বোধের থেকে ডিট্যাচ, সূক্ষ্ম প্রকাশ রূপের অনুভব করিয়েছেন, এই রকমই ফলো ফাদার করো। সর্বদা দেহ বোধের থেকে ডিট্যাচ থাকো, সকলেই যেন তোমার ডিট্যাচ রূপকেই দেখতে পায়, একেই বলা হয় দেহে থেকেও ফরিস্তা স্থিতি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;